বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএ ফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০৩টি	০৩টি	০০টি	০১টি	০১টি	০৩টি	১২৫%-২৪০%	০১টি	--

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৩টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
কনস্ট্রাকশন অব কার্গো এফরন ইন ফ্রন্ট অব কার্গো টারমিনাল বিল্ডিং এ্যাট শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম	৭৮১৫.৬১	জানুয়ারি ২০১৫- জুন ২০১৯
সৈয়দপুর ও বরিশাল বিমানবন্দর উন্নয়ন এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ) (১ম সংশোধিত)	২৭৬০.০১	জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০১৯
Construction of CAAB Head Quarters Complex at Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola, Dhaka (1st revised)	১৪৭৯৫.৪৯	জানুয়ারি ২০১১- জুন ২০১৯

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
কনস্ট্রাকশন অব কার্গো এফরন ইন ফ্রন্ট অব কার্গো টারমিনাল বিল্ডিং এ্যাট শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম	কার্গো এপ্রোন নির্মাণকালে সাইটের অবস্থান ও বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে চুক্তিবদ্ধ কতিপয় আইটেমের কাজের হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটে এবং ঠিকা বহির্ভূত অতিরিক্ত কাজ অন্তর্ভুক্ত করার কারণে সময় বৃদ্ধি পায়।
সৈয়দপুর ও বরিশাল বিমানবন্দর উন্নয়ন এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ) (১ম সংশোধিত)	পরামর্শকের কার্য পরিধিতে সৈয়দপুর, বরিশাল ও খান জাহান আলী বিমানবন্দরের উন্নয়নের ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু খানজাহান আলী বিমান বন্দর উন্নয়নের জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করায় এ প্রকল্পের পরামর্শকের কার্য পরিধি থেকে খান জাহান আলী বিমানবন্দর বাদ দিয়ে সিলেট বিমান বন্দর উন্নয়নের কাজ অন্তর্ভুক্ত করার কারণে সময় বৃদ্ধি পায়।
Construction of CAAB Head Quarters Complex at Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola, Dhaka (1st revised)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে জটিলতার কারণে বিলম্ব, ভবন নির্মাণের রেট সিডিউল পরিবর্তন, ভবনের সম্মুখে বিশেষ ধরনের গ্লাস বিদেশ হতে আমদানী করতে বিলম্ব এবং ভবনের ডিজাইন পরিবর্তনের ফলে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি পায়।

৪। **<u>সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ</u>**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
সৈয়দপুর বিমানবন্দর ১৩৬.৫৯ একর জায়গায় ৬০০০ ফুট লম্বা ও ১০০ ফুট প্রশস্থ একটি সিঙ্গেল রানওয়ে। ৮৯৮০ বর্গফুট আয়তনের একটি টার্মিনাল ভবন রয়েছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ছোট আকারের বিমান ওঠা-নামা করতে পারে। কিন্তু বড় আকারের বোয়িং বিমান ওঠা-নামা করতে পারে না।	প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনের ডিজাইন অনুসারে সৈয়দপুর, বরিশাল বিমানবন্দর ও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও মাস্টার প্ল্যান অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
বরিশাল বিমানবন্দর ১৬০ একর জায়গায় ৬০০০ ফুট লম্বা ও ১০০ ফুট প্রশস্থ একটি সিঙ্গেল রানওয়ে। ৫০০০০ বর্গফুট এপ্রোন, ট্যাক্সিওয়ে ৯৩০০ বর্গফুট আয়তনের একটি টার্মিনাল ভবন রয়েছে। এ বিমানবন্দরে ছোট আকারের বিমান ডেস-৮ ওঠা-নামা করতে পারে। কিন্তু বড় আকারের বোয়িং বিমান ওঠা-নামা করতে পারে না। ফলে বড় আকারের বোয়িং বিমান ওঠা-নামা করার জন্য এ বিমানবন্দর উন্নয়ন ও মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।
সংগৃহীত মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম মার্কিং করা থাকে না।	সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে।
প্রকল্প চলমানকালে অথবা সমাপ্তির পর অডিট সম্পন্ন করা হয় না। সরকারের রাজস্ব অর্থ অথবা উন্নয়ন সহযোগীর অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিরূপণের জন্য অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন।	ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করতে হবে।
উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাগুলো যথাযথ ব্যবহার না করে অবহেলিতভাবে ফেলে রাখা হয়। এমনকি সময়মতো হস্তান্তর প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয় না।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাগুলো যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করা হয় না। এমনকি প্রকল্পের পিসিআরের সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ না করা।	ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সিএএবি সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)

১.০ প্রকল্পের নাম : সিএএবি সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা (২য় সংশোধিত)।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

৪.০ প্রকল্প এলাকা : কুর্মিটোলা, ঢাকা।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৬১৪০.৯০	১৪৭৯৫.৪৯	১৪৫৭১.৩৮	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৩	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৯	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৯	+ ৮৪৩০.৪৮ (১৩৭.২৮%)	৬ বছর (২৪০%)

■ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ **পটভূমিঃ** বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ দেশের আকাশ সীমায় ও বিমানবন্দসমূহে চলাচলকারী উড়োজাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালনকারী একটি উচ্চ কারিগরি প্রযুক্তিসম্পন্ন সেবামূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কুর্মিটোলাস্থ প্রধান কার্যালয় ভবন থেকে এই কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিমানবন্দরসমূহের পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নীতি নির্ধারণী কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের বর্তমান প্রধান কার্যালয় ভবনটি আশির দশকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ কাজে Airport Development Agency (ADA) এর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত ভবনটিকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। বেবিচকের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী বিদ্যমান জনবলের চাহিদা মোতাবেক কোন প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ না করে ADA এর ভবনকে প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমান ভবনে কক্ষের সংখ্যা অর্গানোগ্রামে উল্লিখিত জনবলের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে দাপ্তরিক দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া উপযুক্ত মিলনায়তনের অভাবে বেসামরিক বিমান চলাচল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশি/বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা/সেমিনার আয়োজনে অসুবিধা হচ্ছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, বেবিচকের দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত একটি প্রধান কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে বেবিচকের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ** সিএএবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন অফিস তৈরি করার লক্ষ্যে সিএএবি সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) বিল্ডিং ওয়ার্ক ও কনক্রিট পাইল- ২৫৮২৫১.০০ বর্গফুট
(খ) বাউন্ডারী ওয়াল ও সাইট প্রস্তুতকরণ- ১৬৮৫.০০ রা:ফুট
(গ) পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশনকরণ- ২৫৮২৫১.০০ বর্গফুট
(ঘ) অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ- ৩৭৬৭৪.০০ বর্গফুট
(ঙ) আরবরিকালচার- ৫০০০০.০০ বর্গফুট
(চ) ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস- ২৫৮২৫১.০০ বর্গফুট
(ছ) যানবাহন (মোটর সাইকেল-২টি, জীপ-১টি, প্রাইভেট কার-১টি)

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	পরামর্শক	থোক	-	৩৪০.০০	-	২৭৯.১৩
২	সংস্থাপন ব্যয় স্টেশনারি, কম্পিউটার, ফুয়েল, সম্মানী ভাতা ইত্যাদি	থোক	-	৪২.৩০	-	২.৬৬
৩	অন্যান্য	থোক	-	২০.০০	-	০
	উপমোট (রাজস্ব) ব্যয়ঃ			**৪০২.৩০**		**২৮১.৭৯**
	(খ) মূলধন ব্যয়ঃ					
৪	বিল্ডিং ওয়ার্ক ও কনক্রিট পাইল (২৫৮২৫১.০০ বর্গফুট), বাউন্ডারি ওয়াল ও সাইট প্রস্তুতকরণ (১৬৮৫.০০ রা:ফুট)	বর্গফুট	২৫৮২৫১.০০	১০২৪৫.৪৫	২৫৮২৫১.০০	১০২৩০.৪৮
৫	পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশনকরণ (২৫৮২৫১.০০ বর্গফুট)	বর্গফুট	২৫৮২৫১.০০	১৫৩.৫২	২৫৮২৫১.০০	১৩৯.০৬
৬	এইচভিএসি	থোক	-	১৪০২.৫৭	-	১৩৯৮.৪৭
৭	ফায়ার ফাইটিং ওয়ার্কস	থোক	-	১৮৫.৭৮	-	১৬৫.১৯
৮	গ্যাস সংযোজন	থোক	-	১৪.০০	-	৬.২৭
৯	ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস	থোক	২৫৮২৫১.০০	১৯৭১.৯০	২৫৮২৫১.০০	১৯৬৯.৯৯
১০	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	বর্গফুট	৩৭৬৭৪.০০	১৬৫.৬২	৩৭৬৭৪.০০	১৫৭.৬৩
১১	আরবরিকালচার	বর্গফুট	৫০০০০.০০	৯৭.৮৬	৫০০০০.০০	৬৬.০১
১২	যানবাহন (মোটর সাইকেল-২টি, জিপ-১টি, প্রাইভেট কার-১টি)	সংখ্যা	৪টি	১৫৬.৪৯	৪টি	১৫৬.৪৯
	উপমোট (মূলধন ব্যয়):			**১৪৩৯৩.১৯**		**১৪২৮৯.৫৯**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**১৪৭৯৫.৪৯**		**১৪৫৭১.৩৮**

৯.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:</u> বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পটি ৬১৪০.৯০ লক্ষ টাকা (স্ব অর্থায়ন) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০/০১/২০১১ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- পরবর্তীতে পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তন ও বাজার দর অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারণ, ভবন এরিয়া সম্প্রসারণ, সে মোতাবেক নতুন করে ড্রইং ও ডিজাইন পরিবর্তন, হাই ভোল্টেজ এয়ার কন্ডিশন অন্তর্ভুক্তি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ১৩২৪৬.৮৮ লক্ষ টাকায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত ডিপিপি ২৯/০৪/২০১৩ তারিখে অনুমোদন করা হয়।
- প্রকল্পের নির্মাণ কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে বিলম্বসহ নির্ধারিত সময়ে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৃদ্ধি করা হয়।
- প্রকল্প কাজের বিভিন্ন আইটেমের পরিমাণের হ্রাস/বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্পের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যেমন- পাইলিং, মাটির কাজ, সিরামিক টাইলস (ওয়াল), ফ্লোর টাইলস, বিটুমিনাস মেমব্রেইন, ভবনের কনক্রিট, এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট, ভবনের অভ্যন্তরীণ অয়ারিং-এর কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি ২য় সংশোধন করা হয়।

ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৭৯৫.৪৯ লক্ষ টাকায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত ডিপিপি ২১/১২/২০১৭ তারিখে অনুমোদন করা হয়।

- নির্মাণাধীন ভবনের ডিজাইন অনুযায়ী কিছু বৈদেশিক ফিনিশিং সামগ্রী ও গ্লাসওয়্যার আমদানীপূর্বক প্রকল্প সাইটে পৌঁছাতে বিলম্ব হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	নিজস্ব সংস্থা		মোট	টাকা	নিজস্ব সংস্থা
২০১১-২০১২	৪৪০.০০	-	৪৪০.০০	-	৯০.০০	-	৯০.০০
২০১২-২০১৩	২৪০.০০	-	২৪০.০০	-	৩৬.৪৫	-	৩৬.৪৫
২০১৩-২০১৪	১০০০.০০	-	১০০০.০০	-	৮৫৫.৯৩	-	৮৫৫.৯৩
২০১৪-২০১৫	৪৫০০.০০	-	৪৫০০.০০	-	৩৩৮৯.৬৪	-	৩৩৮৯.৬৪
২০১৫-২০১৬	৩৩৩৪.০০	-	৩৩৩৪.০০	-	১৯৮৬.৩৪	-	১৯৮৬.৩৪
২০১৬-২০১৭	৬৫০০.০০	-	৬৫০০.০০	-	২১১২.৮৫	-	২১১২.৮৫
২০১৭-২০১৮	৩০০০.০০	-	৩০০০.০০	-	২৬১৬.১২	-	২৬১৬.১২
২০১৮-২০১৯	৩৫০০.০০	-	৩৫০০.০০	-	৩৪৮৪.০৫	-	৩৪৮৪.০৫
			মোটঃ		**১৪৫৭১.৩৮**		**১৪৫৭১.৩৮**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	প্রকৌশলী মো: মোকাব্বির আলী নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল ডিভিশন-৩, সিএএবি	৩০/১০/২০১২	১২/০৫/২০১৯

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ প্রকল্পের ভবন নির্মাণের ড্রইং ও ডিজাইন প্রণয়নের জন্য পরামর্শক সেবা খাতে ২৭৯.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ ২৫৮২৫১ বর্গফুট বিল্ডিং ওয়ার্ক ও কনক্রিট পাইল এবং ১৬৮৫ রা:ফুট বাউন্ডারী ওয়াল ও সাইট প্রস্তুতকরণ বাবদ ১০২৩০.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ ২৫৮২৫১ বর্গফুট পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনকরণ বাবদ ১৩৯.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ উচ্চ ভোল্টেজ ক্ষমতাসম্পন্ন এয়ার কন্ডিশনার স্থাপন বাবদ ব্যয় হয় ১৩৯৮.৪৭ লক্ষ টাকা।

১৩.৫ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন বাবদ ১৬৫.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ অভ্যন্তরীণ ও বহি:বিদ্যুতায়ন বাবদ ১৯৬৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ বেবিচকের সদর দপ্তর ভবনের চারপাশে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ বাবদ ১৫৭.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ প্রকল্পের আওতায় ১টি জিপ গাড়ি, ১টি প্রাইভেট কার ও ২টি মোটর সাইকেল ক্রয় বাবদ ১৫৬.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ২৬/০৮/২০২০ তারিখে কুর্মিটোলায় বেবিচকের নবনির্মিত সদর দপ্তর ভবন ও প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল ও ই.এম), সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় কুর্মিটোলায় ২টি বেজমেন্টসহ ২৫৮২৫১ বর্গফুট আয়তনের ১০ তলা বিশিষ্ট বেবিচকের সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনটিতে শিশু দিবাযত্ন ব্যবস্থাসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত হাই ভোল্টেজ এয়ার কন্ডিশন, অডিটরিয়াম, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, কার পার্কিং, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপনসহ কক্ষ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, গার্ড হাউস, গ্যাস কানেকশন, জেনারেটর স্থাপন, প্রবেশ গেইট নির্মাণ করা হয়।

১৪.২ প্রকল্পের ডিপিপিতে ভবনে অভ্যন্তরীণ ডেকোরেশন, আসবাবপত্র ক্রয়, অডিটরিয়ামের ডেকোরেশন, সাউন্ড সিস্টেম, কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফলে ভবন নির্মাণ পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে এসব কাজ সম্পন্ন করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। তাছাড়া ভবনটি ব্যবহারের সুবিধার্থে অতিরিক্ত আরও ৩টি ক্যাপসুল লিফট স্থাপন করা প্রয়োজন হওয়ায় বেবিচকের নিজস্ব অর্থে সেগুলো স্থাপন করা হয়।

১৪.৩ বেবিচকের সদর দপ্তর নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ বুয়েট কর্তৃক ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মিত ভবনের গুণগত মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।




কুর্মিটোলায় ১০ তলা বিশিষ্ট নবনির্মিত বেবিচকের সদর দপ্তর




কিছু ফলস সিলিং-এর কাজ অসমাপ্ত

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রিয় এসি সিস্টেম




বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন

৯ ও ১০ তলার মাঝের ফ্লোর ফাঁকা, রেলিং দেয়া হয়নি

১৪.৪ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সিএএবি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণে সুইজারল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত ১০০০ কেজি ওজন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি লিফট (model: schindler 5000) স্থাপন করা হয়। পুরো ভবনে বিবিএস ও সুপারসাইন কোম্পানীর বৈদ্যুতিক ক্যাবল সংযোগ দেয়া হয়। ইংল্যান্ডের Welland কোম্পানীর ১৬০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন করা হয়। মালয়েশিয়ার Dunhambush কোম্পানীর ২৭০ টনের ৩টি উচ্চ ভোল্টেজ এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়। সিঁড়ি, ফ্লোর ও দেয়াল টাইলস চীন ও ভিয়েতনাম থেকে আমদানি করা হয়। থাইল্যান্ডের Cotto কোম্পানীর স্যানিটারি সামগ্রী ব্যবহার করা হয়।

১৪.৫ প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তথ্যঃ

প্যাকেজের নাম	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ
যানবাহন (জিপ-১টি, কার-১টি, মোটর সাইকেল-২)	১৫৬.৪৯	১৮.০৬.২০১৩	১৮.০৮.২০১৩
সিএএবি সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ, কুর্মিটোলা- ২৫৮২৫১ বর্গফুট	১৪২৩৬.৭০	২৫.০৩.২০১৩	৩০.০৬.২০১৯
পরামর্শক সেবা	৩৪০.০০	০৫.০৪.২০১০	৩০.১২.২০১৮

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
সিএএবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন অফিস তৈরি করার লক্ষ্যে সিএএবি সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পের অর্থে ২৫৮২৫১ বর্গফুট আয়তনের ২টি বেইজমেন্টসহ ১০ তলা বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন সিএএবি'র সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অঙ্গের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবনের ইন্টারনাল ডেকোরেশন সম্পন্নপূর্বক অফিস চালু হলে সিএএবি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সমাপ্ত হয় জুন ২০১৯-এ। কিন্তু বেবিচকের সদর দপ্তর হিসেবে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু করা হয়নি। পরিদর্শনকালে জানা যায়, নির্মিত ভবনটির আসবাবপত্র, অভ্যন্তরীণ ডেকোরেশন, অডিটরিয়ামের ডেকোরেশন, সাউন্ড সিস্টেম, পুরো ভবনের ইন্টারকম, ওয়াইফাই, ডাটা ব্যবস্থাপনাসহ কিছু কাজ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এসব কাজ বর্তমানে বেবিচকের নিজস্ব অর্থে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এসব কাজ সম্পন্ন করা না হলে আনুষ্ঠানিকভাবে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৬.২ ভবনের ডিজাইনগত কারণে ৯ম তলার কিছু অংশের ছাদ নির্মাণ করা হয়নি। এমনকি সেখানে কোন দেয়াল বা রেলিং দিয়ে আবদ্ধ করা হয়নি। ফলে ১০ম তলার উক্ত ফাঁকা স্থান থেকে অসাবধানতাবশত: কেউ পড়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ভবনের উপরের তলার কয়েকটি বারান্দায় গ্রীল/রেলিং-এর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ভবিষ্যতে বারান্দায় গাছ লাগানোর প্রাক্কালে বড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান, ভবনের অভ্যন্তরীণ ডেকোরেশনের কিছু অতিরিক্ত কাজ চলমান রয়েছে তাই এসব স্থানে এসএস রেলিং স্থাপন করা হবে।

১৬.৩ বেবিচকের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনটির ডিজাইন অনুযায়ী ১০ তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবনের অডিটরিয়াম নির্মাণ, সিরামিক টাইলস, ফ্লোর টাইলস, ভবনের সামনে দৃষ্টিনন্দন বিশেষ ধরনের গ্লাস সংযোগ, এয়ার কন্ডিশনিং ডাক্ট, এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট, ভবনের ইন্টারন্যাল ওয়ারিং, লিফট স্থাপন, বিদ্যুৎ ক্যাবল, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এসি সিস্টেম, জেনারেটর স্থাপন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, মূল গেইট নির্মাণ কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল প্রতীয়মান হয়েছে। তবে ভবনটি চালু না হওয়ায় নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় না। ফলে ধূলো-বালি পড়ে থাকতে দেখা যায়।

১৬.৪ আরডিপিপিতে আরবরিকালচার খাতে ৯৭.৮৬ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৬৬.০১ লক্ষ টাকা। ভবনে ছাদসহ বিভিন্ন তলার বারান্দায় গাছ লাগানোর জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভবনের সামনে দু'পাশেও আরবরিকালচার খাত থেকে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে এখনও গাছ লাগানো হয়নি।

১৬.৫ প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ অর্থ বছর যাবৎ বাস্তবায়িত হয়। পিসিআর-এ শুধু ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর পূর্বের ও পরের ৭টি অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি।

১৬.৬ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন ২০১৯-এ। সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে আইএমইডিতে দাখিল করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডিতে পাওয়া যায় ১৭/০২/২০২০ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ৮ মাস পর।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ বেবিচক কর্তৃক নবনির্মিত ভবনের নিজস্ব অর্থায়নে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নকরত: ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে;

১৭.২ প্রকল্পের ক্রয়কৃত যানবাহন বেবিচকের রাজস্ব বাজেটে হস্তান্তর করা হয়েছে। যানবাহনগুলোর যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.৩ বেবিচকের সদর দপ্তর ভবনের বিভিন্ন তলার বারান্দায় ও ভবন ক্যাম্পাসে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য গাছ রোপন করতে হবে;

১৭.৪ ভবনের যেসব তলার বারান্দায় গাছ লাগানোর স্থানে রেলিং/গ্রীল স্থাপন করা হয়নি, সেগুলোতে দ্রুত রেলিং/গ্রীল স্থাপন করতে হবে;

১৭.৫ প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থবছর ব্যতীত বাকি ৭টি অর্থ বছরের (২০১১ থেকে ২০১৬ এবং ২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত) অডিট কেন সম্পন্ন করা হয়নি বাস্তবায়নকারী সংস্থা তার ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং অসম্পন্ন অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করবে;

১৭.৬ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

চট্রগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো টার্মিনাল ভবনের সম্মুখে কার্গো এপ্রোন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)

১.০ প্রকল্পের নাম : চট্রগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো টার্মিনাল ভবনের সম্মুখে কার্গো এপ্রোন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

৪.০ প্রকল্প এলাকা : চট্টগ্রাম (পতেঙ্গা) শাহ আমানত বিমানবন্দর

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৭৮১৫.৬১	৭৬৮৬.০৩	৭৬৮১.০৩	জানুয়ারী ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬	জানুয়ারী ২০১৫-জুন ২০১৯	জানুয়ারী ২০১৫-জুন ২০১৯	- ১৩৪.৫৮ (১.৭২%)	২ বছর ৬ মাস (১২৫%)

■ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** চট্টগ্রাম হলো বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। ফলে বিমানবন্দরে এয়ার ট্রাফিক চাহিদা বিশেষতঃ এয়ার কার্গো চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ বিমানবন্দরে ২২০০ বর্গমিটার কার্গো ভবন থাকলেও কার্গো উড়োজাহাজ পার্কিং এর জন্য আলাদা কোন কার্গো এপ্রোন নেই। এ বিমান বন্দরে প্রতিদিন প্রায় ৩৪টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট, ৪০টি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটসহ ৬টি নন-সিডিউল ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু কার্গো ফ্লাইট পার্কিং কালে বিদ্যমান এপ্রোনের অধিকাংশ জায়গা দরকার হয়। সুপরিসর বিমান চলাচলের লক্ষ্যে "শাহ আমানত বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর (১ম পর্যায়)" শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০০৩ সালে বাস্তবায়ন করা হয়। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিমানবন্দরে কার্গোবাহী উড়োজাহাজের পার্কিং সুবিধা সৃষ্টি, বিরূপ আবহাওয়ায় যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের পার্কিং সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেবিচকের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ** চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে কার্গো বিমান ওঠা-নামার জন্য আলাদা পার্কিং সুবিধা নির্মাণ করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) Land development- ১২৯৭৪.৫০ ঘন মিঃ
(খ) Lean Mix Concrete (L.M.C) work- ৪৫৪২৭.৫০ বর্গ মিঃ
(গ) Pavement Quality Concrete (P.Q.C) work- ৪৩৩৩০.৭১ বর্গ মিঃ
(ঘ) Flexible pavement work- ১৯৯১৪.৮৭ বর্গ মিঃ

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Administrative cost	থোক	-	৫.০০	-	০.২০
২	Land development	ঘন মিঃ	১২৯৭৪.৫০	১৮৭৭.৮৯	১২৯৭৪.৫০	১৮৭৭.৮৯

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩	Lean Mix Concrete (L.M.C) work.	বর্গ মিঃ	৪৫৪২৭.৫০	১২১৮.৯৩	৪৫৪২৭.৫০	১২১৮.৭৭
৪	Pavement Quality Concrete (P.Q.C) work	বর্গ মিঃ	৪৩৩৩০.৭১	৩০৭৫.৬৭	৪৩৩৩০.৭১	৩০৭৫.৬৭
৫	Flexible pavement work	বর্গ মিঃ	১৯৯১৪.৮৭	১১৭৯.১৭	১৯৯১৪.৮৭	১১৭৯.১৩
৬	Airfield Ground Lighting (AGL) System	থোক	-	২২০.৮০	-	২২০.৮০
৭	Transport : (Jeep-01,Double Cab Pickup-01, Motorcycle-02)	সংখ্যা	৪	১০৮.৫৭	৪	১০৮.৫৭
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**৭৬৮৬.০৩**		**৭৬৮১.০৩**

৯.০ **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ **<u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>**

আলোচ্য প্রকল্পটি ৭৮১৫.৬১ লক্ষ টাকা (স্ব অর্থায়ন) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০১/২০১৫ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- কার্গো এপ্রোন নির্মাণকালে সাইটের অবস্থান ও বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে চুক্তিবদ্ধ কতিপয় আইটেমের কাজের হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটে এবং ঠিকা বহির্ভূত অতিরিক্ত কাজ অন্তর্ভুক্ত করার কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন জানুয়ারি, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ৭৬৮৬.০৩ লক্ষ টাকায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করা হয়।

১১.০ **<u>বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ</u>**

<u>(লক্ষ টাকায়)</u>

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	সংস্থা		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৫-২০১৬	-	-	-	-	-	-	-
২০১৬-২০১৭	৮০৮.৫৭	-	৮০৮.৫৭	-	৮০৮.৫৭	-	৮০৮.৫৭
২০১৭-২০১৮	৪৬০০.০১	-	৪৬০০.০১	-	৪৬০০.০০	-	৪৬০০.০০
২০১৮-২০১৯	২২৭৭.৪৫	-	২২৭৭.৪৫	-	২২৭৭.৪৫	-	২২৭৭.৪৫
মোটঃ	**৭৬৮৬.০৩**	**-**	**৭৬৮৬.০৩**	**-**	**৭৬৮৬.০৩**	**-**	**৭৬৮৬.০৩**

১২.০ **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>**

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	জনাব মোঃ শহীদুল আফরোজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০১/০১/২০১৮	০৭/০৩/২০১৯
০২	প্রকৌশলী মোঃ হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০৭/০৩/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯

১৩.০ **<u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ</u>**

১৩.১ চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে কার্গো এপ্রোন নির্মাণের জন্য ১২৯৭৪.৫০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়নের জন্য ১৮৭৭.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ কার্গো এপ্রোন ৪৫৪২৭.৫০ বর্গমিটার Lean Mix Concrete কাজে ১২১৮.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ কার্গো এপ্রোন নির্মাণের জন্য ৪৩৩৩০.৭১ বর্গমিটার পেভমেন্ট কোয়ালিটি কনক্রিট কাজ করা বাবদ ৩০৭৫.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ ১৯৯১৪.৮৭ বর্গমিটার ফেক্সিবল পেভমেন্ট কাজ বাবদ ব্যয় হয় ১১৭৯.১৩ লক্ষ টাকা।

১৩.৫ বিমানবন্দরে রানওয়েতে বিমান ওঠা-নামার জন্য এয়ারফিল্ড গ্রাউন্ড লাইটিং (এজিএল) সিস্টেম স্থাপন বাবদ ২২০.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ গাড়ী, ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ও ২টি মটর সাইকেল ক্রয় বাবদ ১০৮.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ২৭/০১/২০২০ তারিখে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৪৫৪২৭.৫০ বর্গমিটার কার্গো এপ্রোন সম্প্রসারণ করা হয়। ফলে যাত্রী গমনাগমন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ২৪টি বোয়িং ৭৭৭ বিমান চলাচল করছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অত্যাধুনিক ৭৮৭ বা ড্রমলাইনার ওঠানামা করছে। বোর্ডিং ব্রীজগুলো ট্যাক্সি করা সম্ভব হচ্ছে।




প্রকল্পের আওতায় নতুন এপ্রোণ নির্মাণের ফলে বিমান বন্দর সম্প্রসারণসহ কার্গো বিমান রাখা যাচ্ছে




কার্গো এপ্রোণ সম্প্রসারণের ফলে নিরাপদভাবে বিমান ওঠা-নামা অনেক সুবিধা হয়েছে

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে কার্গো বিমান ওঠা-নামার জন্য আলাদা পার্কিং সুবিধা নির্মাণ করা।	চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে কার্গো বিমান ওঠা-নামার জন্য অতিরিক্ত ১৯৯১৪.৮৭ বর্গমিটার পেভমেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ৩টি বড় ও প্রশস্থ কার্গো বিমান বোয়িং ৭৭৭, ডেস-৮ আকারের ছোট বিমান নিরাপদে ও নিরাপত্তামূলকভাবে অবতরণ ও উড্ডয়ন নিশ্চিত হয়েছে।

১৬.০ <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ</u>

১৬.১ চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৯৫/৯৬টি ফ্লাইট উঠা-নামা করে। এ বিমানবন্দরের যাত্রীবাহী বিমান ও কার্গো ফ্লাইট পার্কিং-এর বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী পার্কি-এর স্থান খুবই অপ্রতুল। চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে প্রতিদিন প্রচুর কার্গো ফ্লাইট যাতায়াত করে। সে প্রেক্ষিতে নতুন কার্গো এপ্রোন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩৮৫৫৩ বর্গমিটার কার্গো এপ্রোন এ প্রকল্প হতে নির্মাণ করা হয়। কার্গোবাহী উড়োজাহাজ পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধি ও বিরূপ আবহাওয়ায় যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ পার্কিং সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্গো এপ্রোন নির্মাণ করা হয়।

১৬.২ কার্গো এপ্রোন নির্মাণ স্থানে ১২৯৭৪.৫০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। ১১ ফুট বালি ফেলে কমপ্যাক্ট করে তার ওপর ৮ ফুট Lean Mix Concrete (L.M.C) work করে তার ওপর ১৮ ইঞ্চি Pavement Quality Concrete (P.Q.C) work করা হয়।

১৬.৩ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন ২০১৯-এ। সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে আইএমইডিতে দাখিল করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডিতে পাওয়া যায় ২৫/০২/২০২০ তারিখে অর্থাৎ ৮ মাস পর।

১৭.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>

১৭.১ বেবিচক কর্তৃক চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরের কার্গো এপ্রোণ যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে;

১৭.২ বিমানবন্দরের কার্গো এপ্রোণ সম্প্রসারণের ফলে রাজস্ব আয় প্রাপ্তি ও ব্যয়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে;

১৭.৩ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.৪ প্রকল্পের ক্রয়কৃত যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বেবিচক কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করবে;

১৭.৫ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সৈয়দপুর ও বরিশাল বিমানবন্দর উন্নয়ন এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ) (১ম সংশোধিত) কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)

১.০ প্রকল্পের নাম : সৈয়দপুর ও বরিশাল বিমানবন্দর উন্নয়ন এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ) (১ম সংশোধিত)।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

৪.০ প্রকল্প এলাকা : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৬৯৬.১৭	২৭৬০.০১	২৬৮৩.৩৫	জানুয়ারী ২০১৬-জুন ২০১৭	জানুয়ারী ২০১৬-জুন ২০১৯	জানুয়ারী ২০১৬-জুন ২০১৯	- ১২.৮২ (০.৪৭%)	২ বছর (১৩৩.৩৩%)

■ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা এবং সে সাথে বরিশাল ও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য মূল প্রকল্পের ডিজাইন, লে-আউট, পরিবেশগত সমীক্ষা, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, মাটি পরীক্ষা এবং প্রাক্কলিত ব্যয় নিরূপণ করার লক্ষ্যে বেবিচকের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ** সৈয়দপুর ও বরিশাল বিমানবন্দর ও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন, ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন, কনসালটেন্সি সার্ভিস প্রদান।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ;

(খ) পরামর্শকের সম্মানী;

(গ) সরবরাহ সেবা;

(ঘ) যানবাহন সংগ্রহ।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে): (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Remuneration	-	-	১৮৩৯.৮৫	-	১৮২০.৭৫
২	Reimbursable Expenses	-	-	৭৭৫.৮০	-	৭২১.১২
৩	Administrative Cost (Honorarium, stationary, Printing and Binding etc.)	-	-	৪.৩৬	-	০.৪২
৪	Transport (Jeep-01 Double Cap pickup-1)	-	-	১৪০.০০	-	১৪১.০৬
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**২৭৬০.০১**		**২৬৮৩.৩৫**

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ২৬৯৬.১৭ লক্ষ টাকা (স্ব অর্থায়ন) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১০/০১/১৬ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।
- প্রকল্পের পরামর্শকের কার্য পরিধিতে সৈয়দপুর, বরিশাল ও খান জাহান আলী বিমানবন্দরের উন্নয়নের ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু খানজাহান আলী বিমান বন্দর উন্নয়নের জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করায় এ প্রকল্পের পরামর্শকের কার্য পরিধি থেকে খান জাহান আলী বিমানবন্দর বাদ দিয়ে সিলেট বিমান বন্দর উন্নয়নের কাজ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ২৭৬০.০১ লক্ষ টাকায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৬/১১/১৭ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করা হয়।
- নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সকল কাজ সম্পন্ন করতে না পারায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	সংস্থা		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৭-২০১৮	২৪৯৭.৪৮	-	২৪৯৭.৪৮	-	৩৯৬.৩৪	-	৩৯৬.৩৪
২০১৮-২০১৯	২৬২.৫৩	-	২৬২.৫৩	-	২২৮৭.০১	-	২২৮৭.০১
মোটঃ	**২৭৬০.০১**	**-**	**২৭৬০.০১**	**-**	**২৬৮৩.৩৫**	**-**	**২৬৮৩.৩৫**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	জনাব মোঃ শহীদুল আফরোজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০৭/০১/২০১৮	০৬/০৩/২০১৯
০২	প্রকৌশলী মোঃ হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০৭/০৩/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সম্মানী বাবদ ১৮২০.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ প্রকল্পের সরবরাহ ও সেবা খাতে ৭২১.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ গাড়ী, ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ও ২টি মটর সাইকেল ক্রয় বাবদ ১৪১.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ১২/০১/২০২০ তারিখে কুর্মিটোলায় বেবিচকের প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ সৈয়দপুর ও বরিশাল বিমানবন্দর এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প কার্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পাদনের জরুরি প্রয়োজনে ১টি জীপ গাড়ী ও ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা হয়।

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
সৈয়দপুর, বরিশাল বিমানবন্দর ও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন, ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন, কনসালটেন্সি সার্ভিস প্রদান।	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্নের পর সৈয়দপুর, বরিশাল বিমানবন্দর ও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি, যথাযথ ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ সৈয়দপুর বিমানবন্দর ১৩৬.৫৯ একর জায়গায় ৬০০০ ফুট লম্বা ও ১০০ ফুট প্রশস্থ একটি সিঙ্গেল রানওয়ে। ৮৯৮০ বর্গফুট আয়তনের একটি টার্মিনাল ভবন রয়েছে। এ বিমানবন্দরে ছোট আকারের বিমান ওঠা-নামা করতে পারে। কিন্তু বড় আকারের বোয়িং বিমান ওঠা-নামা করতে পারে না। ফলে বড় আকারের বোয়িং বিমান ওঠা-নামা করার জন্য এবং নেপাল ভূটানসহ পার্শ্ববর্তী দেশে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য এ বিমানবন্দর উন্নয়ন ও মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

১৬.২ বরিশাল বিমানবন্দর ১৬০ একর জায়গায় ৬০০০ ফুট লম্বা ও ১০০ ফুট প্রশস্থ একটি সিঙ্গেল রানওয়ে। ৫০০০০ বর্গফুট এপ্রোন, ট্যাক্সিওয়ে ৯৩০০ বর্গফুট আয়তনের একটি টার্মিনাল ভবন রয়েছে। এ বিমানবন্দরে ছোট আকারের বিমান ডেস-৮ ওঠা-নামা করতে পারে। কিন্তু বড় আকারের বোয়িং বিমান ওঠা-নামা করতে পারে না। ফলে বড় আকারের বোয়িং বিমান ওঠা-নামা করার জন্য এ বিমানবন্দর উন্নয়ন ও মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনের ডিজাইন অনুসারে সৈয়দপুর, বরিশাল বিমানবন্দর ও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও মাস্টার প্ল্যান অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

১৭.২ সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে;

১৭.৩ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.৪ প্রকল্পের ক্রয়কৃত যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বেবিচক কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করবে;

১৭.৫ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।